بسم الله الرحمن الرحيم

কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

ইসলামের মূলমন্ত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। মহান আল্লাহ এই কালেমার উদারহণ দিয়ে বলেন, তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। *(সূরা ইব্রাহীম ২৪-২৫ আয়াত)*

এই কালেমা দ্বারা তিনি মুসলিমদেরকে ইহ-পরকালে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। "যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" *(ঐ ২৭ আয়াত)* কবরের পরীক্ষায় মুমিন এই কালেমা দ্বারা উত্তীর্ণ করবে।

এই কালেমার সাক্ষ্য দেয় প্রত্যেক মুসলিম। "আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফেরেশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয়, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" *(আলে ইমরান ১৮)*

প্রত্যেক যুগে মহাপুরুষ ও নবীগণের আহবান ছিল এই কালেমার দিকে। *(সূরা আম্বিয়া ২৫ আয়াত)*

প্রত্যেক যুগে মহাপুরুষ ও নবীগণের সর্বপ্রথম আহবান ছিল এই কালেমার দিকে। *(বুখারী, মুসলিম)*

যুগে যুগে তাঁদের উপর ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয়েছেন এই কালেমার প্রতিষ্ঠার জন্য। *(সূরা নাহল ২ আয়াত)*

এই কালেমা হল শক্ত হাতল, যা কোনদিন ভাঙ্গার নয়। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত)*

এমন কোন জাতি নেই, যাদের মাঝে এই কালেমার আহবান পৌঁছেনি। *(সূরা নাহল ৩৬, ফাত্বির ২৪ আয়াত)*

এই সেই কালেমা যার জন্য, যুগে যুগে নবীগণের বিরুদ্ধে তাঁদের বিরোধীরা যুদ্ধ করেছে।

এই সেই কালেমা যা পাঠ করলে মানুষের জান ও মাল হারাম হয়ে যায়।

এই সেই কালেমা যা পাঠ করলে, মানুষের উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়। যার হৃদয়ে থাকে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকতে পারে না।

এই সেই কালেমা যা পাঠ করলে, জান্নাত অবধার্য হয়ে যায়। যা জান্নাতের চাবিকাঠি। যার শেষকথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাত প্রবেশ করবে।

এই সেই কালেমা যে পাঠ করবে, তার জন্য মহানবী ﷺ কিয়ামতে সুপারিশ করবেন।

এই সেই কালেমা, যার বর্তমানে পৃথিবী ধ্বংস হবে না।

ঈমানের সত্তর অধিক শাখা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় শাখা, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

এই কালেমার একটি কার্ড নিরানব্বইটি দৃষ্টি বরাবর পাপের রেজিষ্টার অপেক্ষা মীযানে বেশী ভারী হবে।

এই কালেমাকে যদি ওজন করা হয় এবং এর অপর দিকে আল্লাহ ছাড়া সকল সৃষ্টি আকাশ-পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সকল কিছুকে রাখা হয়, তাহলে কালেমার পাল্লাই বেশী ভারী হবে।

কি সে কালেমা? কোন্ কালেমার এত গুণ আছে? মুখে পাঠ করলেই কি সে উপকারিতা পাওয়া যাবে? মুখে উচ্চারণ করলেই কি এত কিছু লাভ হবে? ভালবাসা যেমন মনে, মুখে ও কাজে ছাড়া অকপট ভালবাসা হয় না, ঈমানও তেমনি ঐ কালেমা অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও কাজে পরিণত না করলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। 'চিনি চিনি' উচ্চারণ করলেই যেমন মুখ মিষ্টি হয় না, বরং চিনি মুখে নিতে হয়, খেতে হয়; ঠিক তেমনিই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে আওড়ালেই হয় না। বরং তার কিছু শর্ত আছে, যা উপকারিতা লাভের জন্য পালন করতে হয়।

১নং শর্ত ঃ নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক নিরূপণ করে এর সঠিক অর্থ জানতে হবে।

অর্থ না জানলে মনে কোন প্রভাব পড়তে পারে না। আমি যদি আপনার প্রশংসা করি, আর আপনি যদি তা বুঝতে না পারেন অথবা আপনাকে গালি দিই, আর আপনি যদি তা বুঝতে না পারেন, তাহলে অবশ্যই আপনি খুশী অথবা রাগান্বিত হতে পারবেন না। এই জন্য প্রভাবান্বিত হতে হলে কালেমার সঠিক অর্থ বুঝতে হবে।

এর সঠিক অর্থ যে বুঝে, সেই প্রকৃত মুসলিম। আবূ জেহেল বুঝেছিল বলেই তা পাঠ করেনি। আবূ তালেব বুঝেছিলেন বলেই তিনি মরণের সময়ও তা বলতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অনেক মুসলমান তা পাঠ করেও গায়রুল্লাহর ইবাদত করে। মাযারে গিয়েও এই কালেমা পড়ে! তারা হয় এই কালেমার সঠিক অর্থ জানে না, নচেৎ মানে না।

এর যথার্থ মানে বুঝেছিলেন সাহাবাগণ। তাই তো তাঁরা সাফা-মারওয়ার সাঈ করতে অসুবিধা বোধ করেছিলেন, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন দিতে সমস্যা বোধ করেছিলেন, বুআনা নামক জায়গায় উঁট যবেহ করতে ক্ষতির আশঙ্কা করেছিলেন এবং কেউ স্ত্রীর গলা থেকে সূতোপড়া ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। ইত্যাদি।

এই কালেমার অর্থ হিসাবে যা প্রচলিত আছে, তা নিম্নরূপ ঃ-

(ক) আল্লাহ ছাড়া কেই নেই। অর্থাৎ, সবকিছুই আল্লাহ! আর এটা অবশ্যই স্পষ্ট বিভ্রান্তি। আর তার মানেই হল, কালেমার অর্থ এটা নয়।

(খ) আল্লাহ ছাড়া কোন সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা নেই। আর এ কথা তো মক্কার কাফেররাও স্বীকার করত। অথচ তা সত্ত্বেও তারা কালেমা পড়েনি এবং মুসলমানও হয়নি। আর তার মানেই হল, কালেমার অর্থ এটা নয়।

(গ) আল্লাহ ছাড়া কেউ হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা নেই। এটি কালেমার ব্যাপক অর্থের একটি অর্থ মাত্র; সঠিক অর্থ নয়।

(ঘ) এই কালেমার সঠিক অর্থ হল, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের মাবূদ (ইবাদতের যোগ্য, উপাস্য) নেই।

২নং শর্ত ঃ তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও প্রত্যয় হতে হবে।

৩নং শর্ত ঃ বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করতে হবে।

৪নং শর্ত ঃ তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা থাকতে হবে।

৫নং শর্ত ঃ এই কালেমা ও তার নির্দেশের প্রতি প্রেম ও ভক্তি থাকতে হবে এবং তা নিয়ে আনন্দিত হতে হবে।

৬নং শর্ত ঃ তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হতে হবে।

৭নং শর্ত ঃ প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

এতে রয়েছে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি কথা। 'লা ইলাহা'র তরবারি দিয়ে সমস্ত ইলাহের ইলাহত্বের শিরশ্ছেদ করতে, অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' দিয়ে কেবল আল্লাহর ইলাহত্ব বাকী রাখতে হবে। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর তাৎপর্য হল এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুমোদন ও তরীকা ছাড়া আর কারো অনুমোদন ও তরীকা মতে আল্লাহর কোন ইবাদত করব না। কিয়াম, রুকূ, সিজদা, কুরবানী, নযর, দুআ ইত্যাদি অন্যের জন্য নিবেদন করব না। করলে এ কালেমা পড়া বৃথা হবে, কোন কাজে আসবে না।

সংকলণে ঃ আব্দুল হামীদ মাদানী, প্রধান উপদেষ্টা ইসালামিক এডুকেশন এ্যান্ড
অয়েলফেয়ার সোসাইটী বালিহাট্টা, পান্ড্রুয়া, জেলাঃ- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ